তবুও গান্ধী

শ্যামাপ্রসাদ কুন্ডু

''আমার নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা কোন অন্তিম আদর্শ নয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপন অবস্থার উন্নতি সাধনে জনগণকে সক্ষম করিয়া তোলার ইহা অন্যতম সাধনমাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হইল জাতীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার যোগ্যতা অর্জন।'' –আজকের কথা নয়, চুয়াল্লিশ বছর আগে এই কথাগুলি এমন সহজভাবে পরম বিশ্বাসের সঙ্গে যে লোকটি ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর নাম শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গণতন্ত্র যখন শুধুমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং কোন দেশের আর্থ–সামাজিক কাঠামোর পরিপোষক এবং হাতিয়ার হয়ে ওঠে না, যখন তা ব্যক্তি তথা সমাজজীবনের জীবনাদর্শ হিসাবে প্রতিভাত হয় তখনই এমনভাবে নিরাসক্ত কর্মযোগের কথা ভাবা যায়, বিশ্বাস করা যায়। যাবতীয় দার্শনিক এবং রাষ্ট্রাদর্শমূলক মতবাদকে যারা হজম ক'রে ফেলেছেন এবং যারা সর্বদাই রেডি রেফারেন্স হিসাবে হিসাবী উদ্ধৃতি দিতে পারেন অথচ নিজ নিজ জীবনে এবং নিজ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করতে শেখেননি, এমন কথা তিনি বলতে পারেন না। আমরাও পারি না।

ক্ষমতা না থাকলে সমাজের মঙ্গল সাধন করা যায়না এবং ক্ষমতা বলতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা এই গূঢ়তত্ত্বটি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ ক'রে ফেলেছি এবং নিজেদের এই ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে যুক্ত করে নিতে সচেষ্ট রয়েছি। অতএব একথা আমাদের বোঝার নয়। তাই গান্ধীজি, যিনি এই 'মানুষের মহিমা'য় বিশ্বাসী, যিনি স্ব–শাসন–এ (যা কিনা সংযম এবং পর পোষণ এর সমাহার) বিশ্বাস অটুট রাখতে গিয়ে জীবনপাত করেছেন, তাকে আমরা বর্জন করেছি–কারণ আমরা জানি তিনিই একমাত্র ব্যক্তি–সমসাময়িকালে যিনি সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছিলেন। আজকে আমরা ভয় পাই। গান্ধীজিকেও। তাই পূজো করেই আমরা তুষ্ট।

অপবাদ অনুযোগ কম বর্ষিত হয়নি এই 'গেঁয়ো গোঁয়ার' মানুষটির উপর। শুনেছি (অমাদের শোনানো হয়েছে) তিনি উগ্র হিন্দু ছিলেন (সমস্ত আচারিক গোড়ামি সহ)। তিনি ব্রিটিশ–এর সঙ্গে সমঝোতার নীতি অনুসরণ করে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, ভন্ডামি করার জন্য নেংটি পরতেন–কেননা ভারতবর্ষের মানুষ ত্যাগ, তিতিক্ষায় অভ্যস্ত (অতএব এটা ছিল তাঁর সর্বজনবিদিত রাজনৈতিক ষ্টান্ট্ –ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কি আশ্চর্য। এই 'উগ্র হিন্দু'র অদূরদর্শিতা এবং মুসলিম তোষণের নীতির জন্যই নাকি পাকিস্থানের জন্ম

আগামী প্রজন্ম কি বলবে, কি ভাববে আমরা জনি না। কিন্তু আমরা অনুভব করছি এই 'বিরল ব্যক্তিটিকে' আমরা ক্রমশ: দূরে আরও দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। তাঁর নামে এখনও জাদু আছে (যারা আমাদের মত 'আলোকপ্রাপ্ত' নয়–সেইসব নিরন্ন, মূক ভারতীয়দের কাছে) অতএব 'গান্ধী–জয়ন্তী করতেই হয়। কিন্তু তাঁর চিন্তা এবং কর্মপন্থা আমরা সর্বাংশে বিসর্জন দিয়েছি – কেননা তিনি যন্ত্রসভ্যতার যুগে অচল। আউটডেটেড এবং আউট ফ্যাসানড্। কিন্তু কই আর একটা লোক তো পাচ্ছি না – যিনি মুক্তকণ্ঠে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারছেন–এই আমার চিন্তার ফসল, একে এদেশের মাটিতে রোপণ ক'র, আখেরে লাভ হবে? রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, জাপান ঘুরে ঘুরে চাষের পদ্ধতি শিখতে হচ্ছে, শিল্পের 'জানা–শোনা' (Know-how) আমদানি করতে হচ্ছে। কিছুদিন পর সেগুলোও আউট ফাশ্যানড্ হ'য়ে পড়েছে। অতএব আরেক প্রস্থ বিদেশে চলো। এসব ধাপ্পাবাজি কেন? এগুলো কি আমাদের চিন্তার দৈন্য প্রকাশ করছে না? আমরা কি নিজেদের নিজেরাই হাস্যাস্পদ করে তুলছি না?

গান্ধীজি বলেছিলেন, 'গ্রামে চলো'–প্রকৃত ভারতবর্ষ সেখানে রয়েছে। যে মানুষের জন্য এই সমাজব্যবস্থা, তার অর্থনীতি–রাজনীতি, সেই মানুষগুলোকে নিজের নিজের জায়গায় আটকে রাখো, কাজ দাও, বিকশিত

হবার সুযোগ দাও। এইতো সহজ সরল কথা। এই কথাই এই ব্যক্তিটি বলেছিলেন। খুব কি অন্যায় করেছিলেন? কিন্তু কে বোঝাবে এসব কথা আজকের ক্ষমতাদর্শী শাসকবর্গ, নীতিহীন বুদ্ধিজীবী এবং উপসত্ত্বভোগী তথাকথিত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষদের –যাঁরা কিনা সমাজ কাঠামোর সর্বস্তরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন? এসব কথায় চমক নেই, বুদ্ধির মারপ্যাঁচের কসরৎ নেই, নতুন নতুন আবষ্ট্রাক্ট আইডিয়ার দ্যোতনা নেই, অতএব অচল এবং পরিত্যজ্য।

একটা মানুষ সব সত্যটুকু জানে না, জানা সম্ভব নয়। অনেকের 'সত্য' নিয়েই আমরা লাভবান হই, বিকশিত –ব্যাপ্ত হই, কি ব্যক্তিজীবনে কি সমাজ–জীবনে। গান্ধীজি সব সত্য জানতেন না, এমন অহংকারে পূর্ণ দাবীও তিনি করেন নি। তবু আজও একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া গেল না এই ছাপ্পান্ন কোটী মানুষের দেশে।

তাই গান্ধীজিকে আবার দরকার। আমাদের চিন্তায়, কর্মে, আচরিক ব্যবহারে, রাষ্ট্র পরিচালনায়, আমাদের বিশ্বভাবনায় গান্ধীজির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আমরা কি ভাববো না এ বিষয়? সময় কি আসেনি এখনও?